দৈনিক সংবাদ
সংবাদ
14 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...
105
ঢাকা : শুক্রবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪

সিট নিয়ে সন্ত্রাস

রমজানের ছুটির পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই গত কদিন ধরে আবাসিক হলে গোলাগুলী ও বোমাবাজি হয়ে গেল। ছাত্র-অছাত্র নির্বিশেষে অনেককে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তিনটি হলে সংঘর্ষে অংশ নিতে দেখা গেছে। এবারের সংঘর্ষ-সন্ত্রাসের কারণ একটি আবাসিক হলে সিট দখল নিয়ে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বিবাদ। "সিট নিয়ে রাজনীতির" এটা হচ্ছে চূড়ান্ত পরিণতি। সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলোর উভয়েই বিরোধীদলের সমর্থক হওয়ায় সরকার সমর্থকদের উপর দোষ চাপিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো এখন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রভাববলয় স্থাপনের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে পরিগণিত। প্রতিটি বড় ছাত্র সংগঠনই হলগুলোর উপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় তৎপর। ইতিমধ্যে কোন্ হল কোন্ ছাত্র সংগঠনের তা কমবেশী চিহ্নিত হয়ে গেছে। নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্রসংগঠন চায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসে তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে। অন্য সংগঠনগুলো চায় তা খর্ব করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। সেক্ষেত্রে দেখা দেয় সংঘাত যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বর্তমান গোলাগুলী ও বোমাবাজিতে।

কোন হলে কোন সিট খালি হলে প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠন চায় নিজ দলীয় ছাত্রদের নামে তা বরাদ্দ করতে। নির্দলীয় কোন ছাত্র ঐ সিটের বরাদ্দ পেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দখল পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্র সংগঠনের সাথে হাত না মিলায়। অনেক ছাত্র কেবল আবাসিক হলে সিট পাওয়ার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্কীর্ণ দলাদলিতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। যে ছাত্র সংগঠন তাকে হলে সিটের ব্যবস্থা করে দেয় সে ঐ ছাত্রের কাছ থেকে আনুগত্য দাবী করে। পরে দেখা যায় আবাসিক হলে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের এমনকি সকল কুকর্ম-দুষ্কর্মে সমর্থন দিতে বাধ্য হয়। লক্ষণীয় ব্যাপার হল বাধ্য হয়ে একটি ছাত্র সংগঠনের সমর্থক হওয়ার ফলে সে প্রতিপক্ষীয় ছাত্র সংগঠনের রোষানলে পড়ে। ফলে নিজের নিরাপত্তার জন্য সে আরো বেশী করে নিয়ন্ত্রণ আরোপকারী ছাত্র সংগঠনের ওপর নির্ভরশীল তথা তাদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। সাধারণ ছাত্রদের সমর্থনের পরিবর্তে অস্ত্রের শক্তির উপর নির্ভরশীলতার দরুন ছাত্র সংগঠনগুলোতেও ক্রমে সশস্ত্র মস্তানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বিপদ দেখা দেয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছাত্র সংগঠনগুলো বরাবর গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে। একথা স্মরণ রেখে তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, চর দখলের ন্যায় হল দখল বা সিট দখলের প্রচেষ্টা চালানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। গণতন্ত্রের অপর নাম পরমত-সহিষ্ণুতা। যে ছাত্র সংগঠন একটি আবাসিক হলে অন্য ছাত্র সংগঠনের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের আনুগত্য সম্পর্কে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে। যারা ছাত্র, রাজনীতির ওপর কলঙ্ক আরোপ করতে চায় তারা ছাত্র সংগঠনগুলোর এই ফ্যাসিবাদী ভূমিকার উল্লেখ করে এর সুযোগ নিতে চাইবে। দেশে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার পাঁয়তারার প্রেক্ষাপটে একথাটি আরো বেশী করে মনে রাখা উচিত।

সিট নিয়ে রাজনীতির মূল কারণ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় হল ও সিটের স্বল্পতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকিভাগ ছাত্র-ছাত্রীও হলে থাকার সুযোগ পায় না। হল ও সিটের সংখ্যা পর্যাপ্ত হলে তাদেরকে সিটের বরাদ্দ এবং দখল পাবার জন্য ছাত্র সংগঠন বা অন্য কারো দ্বারস্থ এবং সেজন্য তাদের ওপর নির্ভরশীল হতে হত না। তাই কর্তৃপক্ষের উচিত হলের সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হল এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল নামে যে দুটি হল নির্মাণাধীন রয়েছে সে দু'টি চালু হলে আরো এক হাজার ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা হবে। তারপরও কয়েক হাজার ছাত্র আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাই অবিলম্বে আরো নতুন হল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

ইতিমধ্যে বর্তমান হলগুলোর ওপর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতি-
ষ্ঠিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে মনে রাখতে হবে সেগুলো
বিশ্ববিদ্যালয়ের—কোন ছাত্র সংগঠনের নয়। হলের আসন বরাদ্দ
হবে আবেদনকারী ছাত্রের যোগ্যতা অনুযায়ী। এতে ছাত্রের রাজ-
নৈতিক পরিচয় বিবেচ্য হতে পারে না।

অনেক ছাত্র ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরও সিট ছাড়ে না।
এটা রোধ করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত বিদায়ী ছাত্র তার সিটটি হল কর্তৃ-
পক্ষের কাছে বুঝিয়ে না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পরীক্ষার ফল
প্রকাশ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তটি খুবই সঠিক ও সময়োপযোগী। সিট
বরাদ্দ এবং দখল নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর অন্যায় চাপের কাছে
নতি স্বীকার করা কোনমতেই হল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের
উচিত হবে না।

ছাত্রাবাসগুলোর পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার ক্ষেত্রে প্রাধ্যক্ষ এবং আবা-
সিক শিক্ষকরা তাদের মুখ্য ভূমিকার কথা অস্বীকার করতে পারেন
না। অবশ্য সশস্ত্র 'ছাত্র' এবং বহিরাগতদের কাছে তারা যে
অনেক সময় অসহায় হয়ে পড়েন তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু
এসব অস্ত্রধারীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। বেশীর ভাগ ছাত্রই শান্তি-
প্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা লেখাপড়া করেন তারা দেশের সেরা
সন্তান। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পরিবেশের কারণে বিপথগামী
হয়। নানা কারণে এদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে আসার ফলেই পরিস্থিতির
এত অবনতি ঘটতে পেরেছে।

কথায় বলে, শেষ ভাল যার সব ভাল তার। গত কদিনের গোল-
যোগের পর ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথসভায়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠিত হয়েছে। আমরা
আশা করব, এই পরিষদের চেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায়
বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি
হবে এবং এ ধরনের গোলযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।